মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যসহ প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

আজ বৃহস্পতিবার ১২ জানুয়ারি ২০১৭ইং তারিখ, বিকেলে, বাংলাদেশ সচিবালয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম-এর সাথে এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ-এর সাথে মাননীয় দ্বয়ের কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান-এর নেতৃত্বে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. এ এস জাকারিয়া স্বপন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোঃ আলী আসগর মোড়ল, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) জনাব ছিদ্দিকুর রহমান ভূঁইয়া প্রমুখসহ উভয় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা, চিকিৎসাসেবাসহ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষৎ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অবহিত করা হয়। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, উচ্চ শিক্ষার সাথে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এমন হাসপাতালগুলোর মধ্যে বিশ্বসেরার তালিকায় ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) স্থান পেয়েছে। স্পেনের সিমাগো রিসার্চ গ্রুপ ও যুক্তরাষ্ট্রের স্কপাস পরিচালিত জরিপে এই নাম উঠে এসেছে। এমনকি ভারতের অনেক হাসপাতালও বিএসএমএমইউর পেছনে রয়েছে বলে জরিপের ফলাফলে জানা যায়। চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেশে পঞ্চম স্থানে উন্নীত হওয়াটা অনেক সম্মানের ও গৌরবান্বিত বিষয়। গত বছর ২০১৬ সালে প্রথমবারের মতো "বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা দিবস" উদযাপন করা হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অদ্যাবধি মোট ১৪৪৭টি গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে। বিগত ৩ বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ শতাধিক শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীকে গবেষণার জন্য স্বল্প পরিমাণে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরেও প্রায় ৬০ জন সম্মানিত শিক্ষক এবং ২ শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে স্বল্প পরিমাণে অনুদান দেয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে গবেষণার সুযোগ-সুবিধা ও পরিধি বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ দেয়াসহ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেসিডেন্ট শিক্ষার্থীদের পারিতোষিক দ্বিগুণ করার জন্য মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানানসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কামনা করা হয়।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে দেশের সার্বিক চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা গবেষণার মান বাড়াতে সংশ্লিষ্ট সকলকেই আরো তৎপর হওয়ার আহ্বান জানিয়ে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, দেশের স্বাস্থ্য খাতের অর্জনকে আরো উর্ধ্বে নিতে হলে চিকিৎসা গবেষণা খাতের প্রতি আরো মনোযোগ দিতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এই খাতে গবেষণার উপর বার বার গুরুত্বারোপ করছেন। চিকিৎসকদের পেশাগত উৎকর্ষতা বাড়াতে চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়নেও এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের এই মেয়াদে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের অর্জন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে জানিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম আরো বলেন, চিকিৎসা খাতে দেশের অগ্রগতির সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যও অনেক দেশের কাছে উদাহরণ। বিএসএমএমইউকে 'সেন্টার অব একসলেন্স' হিসাবে ইতোমধ্যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশের জনগণের জন্য বিনামূল্যে আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বিএসএমএমইউর উন্নয়নও তার-ই অংশ। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবা, গবেষণা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সবধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস প্রদান করেন।

সাক্ষাৎকালে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান, সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. এ এস জাকারিয়া স্বপন ও সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোঃ আলী আসগর মোড়লের কথা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রতিষ্ঠিত "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়" এখনও পর্যন্ত একমাত্র মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ক্রিয়াশীল। চিকিৎসা শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা ও গবেষণায় একটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। ১৯০৪ শয্যাবিশিষ্ট এ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রতিদিন ৫০০০-এর অধিক রোগী সেবা নিতে আসেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে ৭টি অনুষদ ও ৫৩টি বিভাগ। অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা ৪২টি। ৯০টিরও বেশি উচ্চতর মেডিক্যাল শিক্ষা বিষয়ক কোর্স এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিচালিত হচ্ছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে সাড়ে চার শতাধিক সম্মানিত শিক্ষক এবং প্রায় সাড়ে তিন হাজার মেডিক্যাল উচ্চ শিক্ষার্থী।